এএসআই সৌমেনের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়ায় মামলা দায়ের

কুষ্টিয়ায় মা-ছেলেসহ ৩ জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় সহকারী উপ পরিদর্শক (এএসআই) সৌমেন কুমার রায়ের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রবিবার রাতে নিহত শাকিল হোসেনের বাবা মেজবার রহমান কুষ্টিয়া মডেল থানায় এই মামলা দায়ের করেন। কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সাব্বিরুল ইসলাম জানান, ঐ ঘটনায় নিহত শাকিল হোসেনের বাবা মেজবার রহমান রোববার রাতে কুষ্টিয়া মডেল থানায় এই মামলা দায়ের করেছেন।

রোববার সকালে কুষ্টিয়ার কাস্টমস মোড় এলাকায় স্ত্রী আসমা খাতুন, ছেলে রবিন ও স্ত্রীর ‘কথিত প্রেমিক’ শাকিল হোসেনকে গুলি করে হত্যা করেন খুলনার ফুলতলা থানায় কর্মরত এএসআই সৌমেন রায়। এ হত্যাকাণ্ডে সৌমেন সরকারি অস্ত্র ও গুলি ব্যবহার করেছে বলেও সমকালকে নিশ্চিত করেছে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ।

এর আগে রোববার রাতে খুলনার ফুলতলা থানার সহকারী উপ পরিদর্শক (এএসআই) সৌমেন কুমার রায়কে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনা তদন্তে খুলনা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে ৩ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

এছাড়া খুলনা রেঞ্জ পুলিশের পক্ষ থেকে ৩ সদস্যের আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খাইরুল ইসলাম জানান, সৌমেনকে অস্ত্র ও গুলিসহ আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে বেশকিছু তথ্য দিয়েছে। পুলিশ সেগুলো যাচাইবাছাই করে দেখছে। পরকীয়ার জের ধরেই কুষ্টিয়ায় স্ত্রী আসমা খাতুন, ছেলে রবিন ও স্ত্রীর ‘কথিত প্রেমিক’ শাকিল হোসেনকে গুলি করে হত্যা করেছেন খুলনার ফুলতলা থানায় কর্মরত এএসআই সৌমেন রায়।

কুষ্টিয়ায় দিনে-দুপুরে প্রকাশ্যে গুলি করে তিনজনকে হত্যা

কুষ্টিয়া শহরের কাষ্টমস মোড়ে প্রকাশ্যে নারী, পুরুষ ও শিশুকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে শহরের কাস্টমস মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার নাম শাকিল হোসেন (২২)। সে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের সাওতা কারিগর পাড়া এলাকার মিজবারের ছেলে। সে বিকাশকর্মী হিসেবে কাজ করতেন।

এদিকে গুলিবিদ্ধ নারী ও শিশুর নাম পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের কাস্টমস মোড়ে তিনতলা একটি ভবনের সামনে এক নারী ৮ বছরের ছেলে শিশুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় সেখানে এক পুরুষ ছিলেন। হঠাৎ করে এক ব্যক্তি প্রথমে নারীকে মাথায় গুলি করেন। এরপর পাশে থাকা পুরুষের মাথায় গুলি করেন। ভয়ে ছেলে শিশুটি দৌড়ে পালাতে গেলে তাকেও ধরে মাথায় গুলি করা হয়। আশপাশের লোকজন গুলি করা ব্যক্তিকে ধরতে গেলে তিনি দৌড়ে তিন তলা ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়েন।
এরপর লোকজন জড়ো হয়ে ওই ভবনের দিকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। গুলিবিদ্ধদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নারীকে মৃত ঘোষণা করেন। অপারেশন থিয়েটার রুমে গুলিবিদ্ধ পুরুষ ও গুলিবিদ্ধ শিশুর মৃত্যু হয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এসপি) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়া পৌরসভা এলাকায় এক সপ্তাহের কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ

কুষ্টিয়া পৌরসভা এলাকায় এক সপ্তাহের কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। শুক্রবার (১১ জুন) সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া জেলা করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সভায় কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, এক সপ্তাহের জন্য কুষ্টিয়া পৌরসভা এলাকায় কাঁচাবাজার ও ওষুধের দোকান ব্যতীত অন্য সব দোকান-পাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি মানার বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। সভায় বলা হয়, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে করোনা সংক্রমণের আধিক্য বিবেচনায় পৌর এলাকায় জরুরি সেবা ব্যতীত সকল দোকান, কাঁচাবাজার এবং জনসমাবেশের স্থান ১১ জুন রাত ১২টা থেকে আগামী এক সপ্তাহ বন্ধ থাকবে। এছাড়া অন্য উপজেলায় সন্ধ্যার পর দোকানপাট বন্ধ রাখা, হোটেলগুলোতে লোকসমাগম নিয়ন্ত্রণ এবং যত্রতত্র একাধিক লোকের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় ব্যবস্থা নেবে।এ সময় মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করতে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা আদায়, স্বাস্থ্যবিধি পালনে মনিটরিং জোরদার করা এবং প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হতে প্রচার-প্রচারণা চলমান থাকবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় পুলিশ সুপার খাইরুল আলম, সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম, কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি এসএম কাদেরী শাকিল সহ সরকারি দফতরের কর্মকর্তাসহ জেলা করোনাভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা জানান, সার্বিকভাবে করোনা নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। সন্ধ্যার পর একাধিক লোকের জনসমাগম বন্ধ করতে হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং সর্বক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহার করার নির্দেশনা দেন তারা।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানুষকে সচেতন করতে সব ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানা ও জনগণকে সচেতন করার কাজ চালিয়ে আসা হচ্ছিল। আপাতত কুষ্টিয়া পৌর এলাকায় এক সপ্তাহের কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা মডেল মসজিদ উদ্বোধন আজ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধন করা হবে। দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬০টি স্থাপন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির অধীনে বৃহস্পতিবার (১০জুন) ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধন করা হবে।

গণ ভবন থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে এগুলোর উদ্বোধন ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সদর উপজেলা মডেল মসজিদের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে সাড়ে ১২ কোটি টাকা।

জেলা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক জানান, মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫৬০টি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ করছে সরকার। এর মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা মডেল মসজিদ সহ ৫০টি মসজিদ উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে এগুলোর উদ্বোধন ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কুষ্টিয়া সদর উপজেলা মডেল মসজিদের দায়িত্বে থাকা হাফেজ ক্বারী মোঃ মাহাবুবুর রহমান বলেন, আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধাসহ এসব মসজিদে থাকছে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স পাঠাগার, গবেষণা

কেন্দ্র, ইসলামিক বই বিক্রয়কেন্দ্র, পবিত্র হেফজ বিভাগ, শিশুশিক্ষা।

এছাড়া অতিথিশালা, পর্যটকদের আবাসন, মৃতদেহ গোছলের ব্যবস্থা, হজযাত্রীদের নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণ, ইমামদের প্রশিক্ষণ, গণশিক্ষা কেন্দ্র ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসহ একটি পূর্ণাঙ্গ কমপ্লেক্স হবে একেকটি মসজিদ। মডেল এ মসজিদে একসঙ্গে ১ হাজার ২০০ মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন।

কুষ্টিয়ায় বাজার লকডাউন

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার একটি বাজার সাত দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছে উপজেলা প্রশাসন। বুধবার বিকেলে মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের পুরাতন আজমপুর গ্রামের বাজার সাত দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করা হয়।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস বাজারে গিয়ে হ্যান্ডমাইকে লকডাউন ঘোষণা করেন। এ সময় সেখানে মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন,মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা, সহ স্থানীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনও লিংকন বিশ্বাস জানান, কয়েক দিন আগে পুরাতন আজমপুর এলাকার এক বাসিন্দা কাজের সূত্রে চাঁপাইনবাবগঞ্জ গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি করোনায় আক্রান্ত হন। এ সময় তিনি স্থানীয় আজমপুর বাজারে চায়ের দোকানে বসে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে চা পান করেছিলেন।

ওই ব্যক্তির পরিবারের আরও দুজন সদস্যও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ফিরে করোনায় আক্রান্ত ওই ব্যক্তি বর্তমানে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন। তাঁর অবস্থা গুরুতর। পরিবারের দুজন বাড়িতেই চিকিৎসাধীন।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন জানান,

চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ফিরে আসার পর করোনা শনাক্ত হওয়া ব্যাক্তি ভারতীয় ধরনে আক্রান্ত হতে পারেন। এ জন্য আজমপুর গ্রামের বাজারটি সাত দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। যাতে সেখানে লোকসমাগম না হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ি বাজারের পাশেই। ওই বাজারে কাঁচা বাজার বসে এবং সেখানে ১০ থেকে ১২টি দোকান রয়েছে। ওই এলাকায় স্বাভাবিকভাবে মানুষ মাস্ক পরে জরুরি প্রয়োজনে বের হতে পারবে।

কুষ্টিয়ায় একদিনে করোনায় ৪ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় ২৪ ঘণ্টায় চারজন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে ৬৭ জনের।

মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই চারজনের মৃত্যু হয়। চলতি বছরে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে একসঙ্গে চারজনের মৃত্যু এটাই প্রথম।

এবিষয়ে সময় হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) তাপস কুমার সরকার বলেন, মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন পুরুষ ও দুজন নারী। এই প্রথম কুষ্টিয়ায় একদিনে সর্বোচ্চ করোনায় মৃত্যু চার জন। তিনি আরো বলেন, পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও নার্স না থাকলেও এদিক–সেদিক করে চালানো হচ্ছে। তবে অবকাঠামোর খুবই অভাব। চিকিৎসা সরঞ্জাম যা আছে, তাতে আপাতত চলবে। হাই ফ্লো নাজাল ক্যানুলা যা আছে, তা সীমিত। আরও ১৫ থেকে ২০টি এ মুহূর্তে সরবরাহ করা হলে ভালো হতো।

গতকাল রাত ১০টায় জেলা প্রশাসন সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এক দিনে সর্বোচ্চ ৬৭ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। ২২২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে চলতি বছরে এটাই সর্বোচ্চ শনাক্ত। তাঁদের মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলাতেই ৪৩ জন রয়েছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৩ দিনে ৬৫৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে জেলায় ১৭৩ করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। নমুনা অনুপাতে শনাক্তের হার ২৫

শতাংশের বেশি। গত ৭ দিনে শনাক্ত হয়েছেন ৩১৩ জন। এ সময়ে মারা গেছেন ১১ জন।

হাসপাতালটির মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এ এস এম মুসা কবির বলেন, করোনা রোগী ভর্তির চাপ ব্যাপক। এ জন্য দুটির বাইরে আরও একটি ৩৬ শয্যার ওয়ার্ড প্রস্তুত করা হচ্ছে। আজ বুধবার নতুন ওয়ার্ডে রোগী ভর্তি শুরু করা হবে।

এর আগে গত বৃহপতিবার (৩মে) বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম বলেছিলেন, কুষ্টিয়ায় এখন করোনা রোগী বাড়ার হার ঊর্ধ্বমুখী। এই মুহূর্তে লকডাউনের কোনো বিকল্প নেই। সেটা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তা না হলে হাসপাতালে রোগীর চাপ সামলানো যাবে না। যে হারে করোনা পজিটিভের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে মানুষকে অন্তত এক থেকে দুই সপ্তাহ কঠোরভাবে ঘরে রাখতে হবে। তাহলে করোনার ঊর্ধ্বমুখী হার ঠেকানো সম্ভব।

সিভিল সার্জন এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম আজ দুপুরে জানান, এই মূহুর্তে কুষ্টিয়ায় লকডাউন ছাড়া পরিস্থিতি কোন ভাবেই নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য কুষ্টিয়ায় গত বৃহপতিবার (৩মে) ৪৭ জনের মধ্যে ২৪ জন করোনা পজিটিভ,নমুনা অনুপাতে আক্রান্ত হার ৫০ শতাংশের বেশি ছিল।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় মকবুল হোসেন(৫৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। বুধবার (৯ই মে) সকালে ভেড়ামারা উপজেলার ক্ষেমিরদিয়াড়-মওলাহাবাসপুর সড়কে মাঠের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মকবুল মওলাহাবাসপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে। সে ঈশ্বরদীর রুপপুর পারমানবিক প্রকল্পের শ্রমিক ছিলেন। তিনি বাড়ি থেকে রুপপুরে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ট্রলির সাথে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মকবুল মারা যান। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তৃতীয় গ্রেড থেকে চতুর্থ গ্রেডে কুষ্টিয়া চিনিকলের সাবেক এমডি

সিবিএ নেতাদের সঙ্গে যোগসাজশে আড়াই কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ায় কুষ্টিয়া চিনিকলের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) গোলাম সারওয়ার মুর্শেদের পদাবনতি হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে এ শাস্তি দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া চিনিকলের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাকিবুর রহমান খান জানান, তাকে তৃতীয় গ্রেড থেকে চতুর্থ গ্রেডে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি প্রধান কার্যালয়ের প্রধান সিপিই পদে কর্মরত রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প সংস্থার চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব আরিফুর রহমান অপু স্বাক্ষরিত এক আদেশে উল্লেখ করা হয়।

কুষ্টিয়া চিনিকলের অভিযুক্ত সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম সারওয়ার মুর্শেদকে ২০২০ সালের নভেম্বরে প্রধান কার্যালয়ের প্রধান সিপিই পদে বদলি করা হয়েছিল। দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে পরে সাময়িক বরখাস্তও করা হয়। তিনি বর্তমান পদ থেকে ২৫ জুন অবসর গ্রহণ করবেন। শাস্তি হিসেবে তাকে ৩য় গ্রেড থেকে ৪র্থ গ্রেডে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে তিনি অবসরকালীন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে ওই আদেশে উল্লেখ করা হয়। চিনিকল সূত্রে জানা গেছে, দুর্নীতিবাজ গোলাম সারওয়ারের বিরুদ্ধে চিনিকলের গ্র্যাচুইটি ও মালামাল সরবরাহকারীর বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন

বিধিবহির্ভূতভাবে রেজুলেশন করে ৪ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র ভাঙানো, চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, নিয়ম ভেঙে পিএফ ফান্ডের সদস্যদের মুনাফার টাকা চিনি ব্যবসায়ীদের প্রদান, মিলের অবসরপ্রাপ্তদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ প্রদানকালে ১৩ শতাংশ হারে ঘুষ আদায়সহ আরও কিছু অপরাধ প্রমাণিত হয়। কয়েক মাস আগে কুষ্টিয়া সুগার মিলের দুর্নীতি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশ হলে দুদকের একটি দল মিলে অভিযান চালিয়ে সিবিএ সভাপতি ফারুক হোসেনকে আটক করে। এ সময় বাকিরা গা ঢাকা দেয়।

এদিকে করপোরেশনের চিফ অব পার্সোনাল মো. রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত আদেশে গুরুতর অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত মিলের সিবিএ সভাপতি ফারুক হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চলমান বিভাগীয় মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করার কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি করপোরেশনের চেয়ারম্যানকে অবহিত করার জন্য মিলের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নির্দেশ দেওয়া হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, কুষ্টিয়া চিনিকল দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে একেবারেই ধ্বংসের মুখে পড়ে।

২০২০ সালে অক্টোবরের প্রথমদিকে মিলের বিক্রির লসের টাকা সমন্বয়ের নামে শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ৪৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়া মিলের ৬০ টাকা কেজি দরে প্রায় ৩ কোটি টাকার চিনি ফ্রি সেলে ৫২ টাকা কেজি দরে বিক্রয় করা হয়। এতে বিপুল পরিমাণ ক্ষতির মুখে পড়ে কুষ্টিয়া সুগার মিল। লোকসানের ওই টাকা সমন্বয়ের নামে মিলের শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ও বেতন থেকে টাকা কর্তন করে নিজেরা ভাগবাঁটোয়ারা করে নেয়। আরও জানা যায়, ২০১৬ সালে মিলের স্থায়ী শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ৫ কোটি টাকা ৫ বছর মেয়াদি জাতীয় সঞ্চয়পত্র কেনা হয়।

একই দিনে মৌসুমি শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ৫০ লাখ টাকার একই সঞ্চয়পত্র কেনা হয়। ২০১৮ সালে স্থায়ী শ্রমিকদের ৫ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্রের মধ্যে ১ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়। কিন্তু ১ কোটি টাকার কোনো লভ্যাংশ না দিয়ে নিজেরা ভাগ করে নেয়। কুষ্টিয়া চিনিকলের প্রভিডেন্ট ফান্ড দুর্নীতির সঙ্গে মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিবিএ সভাপতি ফারুক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান, সহসভাপতি সুমন আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক তারিক হাসান সাগর ও নির্বাহী সদস্য আবুল কাশেমের জড়িত থাকার সম্পৃক্ততা পেয়েছে তদন্ত কমিটি।

বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে কুষ্টিয়া চিনিকলের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাকিবুর রহমান খান বলেন, প্রধান দফতরের আদেশের কপি আমরা হাতে পেয়েছি। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খুব দ্রুত মিলের দোষী শ্রমিক ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি দেওয়া হবে।এ বিষয়ে কথা বলার জন্য কুষ্টিয়া চিনিকলের অভিযুক্ত সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম সারওয়ার মুর্শেদের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বাথরুম থেকে তরুণীর লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বাথরুম থেকে লাখি খাতুন (১৯) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৮ জুন) সকালে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ এলাকার নিজবাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমারখালী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার।

গৃহবধূ লাখি খাতুন ওই এলাকার ইলেকট্রিশিয়ান আশরাফুলের স্ত্রী। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বাসার কাজ শেষে ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে ছোট টুল নিয়ে বাথরুমে যায়। বাথরুমে প্রবেশের পর অনেকটা সময় পার হলেও আর বের হয় না লাখি।

এরপর পরিবারের লোকজন স্বামী আশরাফুলকে খবর দেয়। খবর পেয়ে আশরাফুল দরজা ভেঙে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে দেখতে পায়।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, বাথরুম থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ফিলিপনগর হতে চিলমারী পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণের উদ্বোধন করলেন এমপি সরওয়ার জাহান বাদশাহ

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) প্রকল্পের আওতায় ফিলিপনগর হতে চিলমারী পর্যন্ত মাটির নতুন সংযোগ রাস্তা নির্মাণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে এ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আ.কা. ম সরওয়ার জাহান বাদশাহ। এসময় তিনি বলেন, এ সরকার উন্নয়নের সরকার এ সরকার জনগণের সরকার। আমার বৃহত্তর দৌলতপুরের এই চরাঞ্চলের মানুষের জন্য আমি প্রতিনিয়ত কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, এই চরাঞ্চলের মানুষেরা অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে হতো সেসব আর এখন নেই। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে উন্নয়নের মহাসড়কে থাকাই এক্কেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নানান উন্নয়ন কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে এসব চরাঞ্চল এলাকাগুলোতে রাস্তাঘাট ব্রিজ-কালভার্ট বিদ্যুৎ সংযোগ সহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড করা হচ্ছে। এলাকার মানুষকে সুযোগ সুবিধা দিতে বদ্ধপরিকর। একইসাথে চরবাসীর প্রতিটা লালতি স্বপ্ন বাস্তবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

মহব্বত নামের একজন জানান, চরের ব্যাপক উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে ৩৬ বছরের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। তিনি বলেন, আমার শৈশব-কৈশরের অধিকাংশ সময় কেটেছে সিরাজনগর গ্রামে নানা বাড়ীতে। এর একটা মুল কারন ছিল চরাঞ্চল থেকে ডেঙ্গায় আমার দাদা পরিবার নিয়ে বসবাস করার সুবাদে আমরা একঘর রিফুইজি হবার কারনে আমার ভালো লাগতো না।

তাছাড়া খেলার কোন সাথী না থাকাটাও বড় কারন ছিল। নানাবাড়ী মামাতো অনেক ভাইদের সাথে সময়টা খুব ভাল কাটতো। যাই হোক, আজকে যেখানে সড়কটি তৈরী হচ্ছে, এখানে আমরা ছোট বেলায় অনেক খেলাধুলা করেছি, চরের মানুষের ছিন্ন-ভিন্ন রাস্তায় হেঁটে আসার করুন দুর্দশা দেখেছি, মনে হত ইস্! ডেঙ্গাঞ্চলের মত যদি রাস্তা থাকতো মানুষের গরু-বাছুর নিয়ে, মহিলাদের পুটলা-পুটলি নিয়ে কি সহসায় আসা যাওয়া করতে পারতো। পরবর্তীতে বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেক রাজনীতিবিদ-আমলাদের কাছেও জানতে চেয়েছি চরের মধ্যের রাস্তা হয়না কেন? বরাদ্দ দেয়া হয়না কেন? চরের মানুষের খুব কষ্ট হয়।

অধিকাংশ জনরাই জবাবে বলেছে এবছর বরাদ্দ দিয়ে কাজ করলে পরের বছর বন্যা এসে ধুয়ে যাবে; যা ছিল তাই হয়ে যাবে। এ নিয়ে আর কথা বাড়ায়নি। তবে মনের মধ্যে স্বপ্ন ছিল, চরের সকল মানুষের মতই অন্ততঃ সিরাজগনর চরের মধ্য দিয়ে আলীনগর এর রাস্তাটি হউক। কারন এ রাস্তাটিতে আমার অনেক স্মৃতি বিজড়িত। তিনি আরও বলেন, সুদীর্ঘ ৪৭ বছর পর চরবাসী নিজেদের সন্তানকে ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত করার ফলে উন্নয়নের আনন্দের জোয়ারে ভাসছে। তারই প্রতিফলন স্বপ্নের এই রাস্তাটির বাস্তবায়ন। চরের মানুষের অনুভুতির নাম সরওয়ার জাহান বাদশাহ বলেও উল্লেখ করেন তিনি।